365511 - রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকা নিলে কি রোযা নষ্ট হবে?

প্রশ্ন

রোযা রেখে রমযানের দিনের বেলায় করোনা (কোভিড-১৯)-এর টিকা নেয়ার হুকুম কী?

উত্তরের সংক্ষিপ্তসার

রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এটি চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কেননা এটি পানাহার নয়; পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয় এবং পানাহারের স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়ে এটাকে প্রবেশ করানো হয় না।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নেই। যেহেতু এটি চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; যা রোযা নষ্ট করে না। কেননা এটি পানাহার নয়, পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয় এবং পানাহারের স্বাভাবিক পথ তথা মুখ বা নাক দিয়েও এটাকে প্রবেশ করানো হয় না।

১৪১৮ হিজরীর ২৩-২৮ শে সফর সৌদি আরবের জেদ্দাতে অনুষ্ঠিত ফিকাহ একাডেমীর দশম অধিবেশনের সিদ্ধান্তে এসেছে:

“চিকিৎসা সংক্রান্ত রোযা ভঙ্গকারী বিষয়াবলী” বিষয়ে একাডেমীতে পেশকৃত গবেষণাসমূহ পর্যালোচনা এবং ১৪১৮ হিজরীর ৯-১২ সফর (১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪-১৭ জুন) মরক্কোর ‘কাসাব্লাঙ্কা’ শহরে ফিকাহ একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতায় ‘ইসলামিক মেডিকেল অর্গানাইজেশন’ কর্তৃক নবম ‘ফিকহ ও মেডিকেল সিম্পোজিয়াম’ এর পক্ষ থেকে ইস্যুকৃত গবেষণাপত্র, গবেষণা প্রবন্ধ ও সুপারিশগুলো পর্যালোচনা এবং অংশগ্রহণকারী ফিকাহবিদ ও ডাক্তারগণের আলোচনা-পর্যালোচনা শুনা এবং কুরআন-সুন্নাহ ও ফিকহ বিশারদদের বক্তব্য জানার পর নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত দিচ্ছে:

এক: নিম্নোক্ত বিষয়াবলী রোযাভঙ্গকারী হিসেবে গণ্য হবে না:

৮। ত্বকে, পেশীতে কিংবা শিরাতে প্রদত্ত চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন; তবে খাদ্যজাতীয় তরল ও ইনজেকশন বাদ দিয়ে।”[ফিকাহ একাডেমীর জার্নাল, সংখ্যা-১০ থেকে সমাপ্ত]

ফতোয়া বিষয়ক স্থায়ী কমিটির ফতোয়াসমগ্রে (১০/২৫২) এসেছে:

“রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় পেশীতে ও শিরাতে ইনজেকশনের মাধ্যমে চিকিৎসা নেয়া জায়েয। তবে রোযাদারের জন্য রমযানের দিনের বেলায় খাদ্যজাতীয় ইনজেকশন নেয়া জায়েয নয়। কেননা তা পানাহার গ্রহণের পর্যায়ভুক্ত। এ ধরণের ইনজেকশন নেয়া রোযা না-রাখার কৌশল হিসেবে গণ্য হবে। পেশীতে ও শিরাতে যদি রাতে ইনজেকশন নেয়ার সুযোগ থাকে তাহলে সেটা করা ভাল।”[সমাপ্ত]

শাইখ উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

“যা কিছু পানাহারের স্থলাভিষিক্ত আলেমগণ সেগুলোকে রোযাভঙ্গকারী বিষয়ের অধিভুক্ত করেছেন; যেমন- নিউট্রিশন ইনজেকশন। নিউট্রিশন ইনজেকশন বলতে সেসব ইনজেকশন নয় যেগুলো শরীরকে চাঙ্গা করে বা সুস্থ করে। বরং নিউট্রিশন ইনজেকশন হচ্ছে যেগুলো গ্রহণ করলে পানাহার লাগে না।

পূর্বোক্ত আলোচনার ভিত্তিতে: যে সকল ইনজেকশন পানাহারের স্থলাভিষিক্ত নয় সেগুলো রোযা ভঙ্গ করবে না। চাই সেগুলো শিরাতে পুশ করা হোক কিংবা রানে কিংবা অন্য যে কোন স্থানে।”[শাইখ উছাইমীনের ফতোয়া ও পুস্তিকা সমগ্র (১৯/১৯৯)]

মাননীয় শাইখ আব্দুল আযিয বিন বায (রহঃ) কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল:

“টিকার ইনজেকশন কি রোযার উপর প্রভাব ফেলবে?”

জবাবে তিনি বলেন: প্রভাব ফেলবে না। রোযা সহিহ। যে ইনজেকশনগুলো টিকা হিসেবে কিংবা চিকিৎসা হিসেবে পুশ করা হয় সঠিক মতানুযায়ী সেগুলো রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। তবে নিউট্রিশন ইনজেকশন ব্যতীত। কারণ নিউট্রিশন ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ইনজেকশন, টিকার ইনজেকশন বা এ জাতীয় অন্যান্য ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। অতএব, সঠিক মতানুযায়ী টিকার ইনজেকশন রোযার উপর প্রভাব ফেলবে না। রোযা সঠিক।

উপস্থাপক: জাযাকুমুল্লাহু খাইরা। চাই এই ইনজেকশন পেশীতে পুশ করা হোক কিংবা শিরাতে?

শাইখ: হ্যাঁ। আমভাবে (পেশীতে দেয়া হোক বা শিরাতে)। এটাই সঠিক।[শাইখ বিন বাযের ওয়েবসাইট থেকে সমাপ্ত]

শাইখ ড. সাদ আল-খাছলান (হাফিযাহুল্লাহ্) বলেন:

“যে ব্যক্তি রমযানের দিনের বেলায় করোনার টিকার ডোজ নিল তার রোযা কি নষ্ট হবে?

জবাব: তার রোযা নষ্ট হবে না। কেননা করোনার টিকা চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন। অগ্রগণ্য মতানুযায়ী চিকিৎসা শ্রেণীয় ইনজেকশন রোযা ভঙ্গ করে না। কেননা এ ধরণের ইনজেকশন পানাহার নয় কিংবা পানাহারের স্থলাভিষিক্তও নয়।

মূল বিধান হল: রোযার শুদ্ধতা। তাই সুস্পষ্ট কোন বিষয় ছাড়া আমরা এ মূল বিধানকে পরিবর্তন করব না।

অতএব, আমরা বলব: রোযাদারের জন্য করোনার টিকা নিতে কোন অসুবিধা নাই। এতে রোযা ভাঙ্গবে না।"[ভিডিও ক্লিপ থেকে]

আল্লাহ্‌ই সর্বজ্ঞ।